

অস্তিত্ববাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে আস্তিত্বতা

-বিপ্লব

অভিজিতকে **অধর্মিকের ধর্ম কথন** এই অসাধারণ লেখাটা উপহার দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাই।

http://www.mukto-mona.com/Articles/avijit/odharmiker_dhormokotha221005.pdf

কিন্তু তারপরেও কিছু প্রশ্ন থাকে। যেগুলো, আমার প্রশ্ন বললে ভুল হবে। আমি তো ঘোর নাস্তিক। কিন্তু এই প্রশ্নগুলি আস্তিকদের। যার উত্তর দেওয়া, আবিশ্যিক কর্তব্য।

১৮৬০ সালের মধ্যে ডারউইনের ধাক্কায় খৃস্টানবিশ্ব কুপোকাত ("God is dead"-Friedrich Nietzsche, 1860)। বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক কিয়ারকিগার্ড (Kierkegaard) জানালেন, ঈশ্বর না হয় মরিল, কিন্তু মশাই, আমরা, মানুষেরা তো মরি নাই!

কিয়ারগার্ড বললেন, মানুষের অস্তিত্ব আসলেই এক পরম বিন্দু (The singular individual)। সেটা বুঝি কি ভাবে?

ধরুন আমি ঈশ্বরে/আল্লাই বিশ্বাস করি। কিন্তু এই আমেরিকায় এসে দেখছি, নিজের স্ত্রীকে সমানাধিকার দিতে হবে, যেটা কোরান বিরুদ্ধ। আবার স্ত্রীর ব্যবহার পছন্দ না হলে, তার ওপর মৃদু অত্যাচার করার যে বিধান কোরান দিয়েছে সেটা মানতে গেলে পুলিশ হাতকরা লাগিয়ে দেবে। বৌয়ের সাথে যখন খুশি সহবাস করা কোরানসিদ্ধ, কিন্তু আইনসিদ্ধতো নয় এ দেশে!

তাহলে আল্লাবিশ্বাসী এক ধর্মপ্রাণ মুসলমান, নৈতিকতার এই সংঘর্ষকে কি ভাবে নেবে?

কিয়ারগার্ড বললেন, আসলে মানুষ উত্তর খুঁজছে। যাতে জীবন উদ্দেশ্যবিহীন না হয়ে, উদ্দেশ্যপূর্ণ হয়। খর কুটোর মতন ভেসে না গিয়ে, একটা খুঁটি পায়। আর এই খুঁটি হচ্ছে ধর্মীয় নৈতিক আদর্শ (Fear and Trembling-Kierkegaard 1840)। এতে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য লোপ পেল। কিন্তু ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিটি মনে করছে, জীবনের উদ্দেশ্য সে খুঁজে পেয়েছে কোরানে। ধর্মে। কারণ, কোরানে আল্লা বলে দিয়েছে জীবনের উদ্দেশ্য কি! কিয়ারগার্ড বলছেন, এতেব সে, তার ধর্মীয় আচরণ বর্বর না সম্রাসবাদী তা নিয়ে মাথা ঘামাবে না। কারণ তার নিজের অস্তিত্ব সে খুঁজে পেয়েছে ধর্মে। সেটা যদি সে না মানে, তাহলে তার মনে হবে, সে খরকুটোর মতন বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে।

একে বলে ধর্মীয় অস্তিত্ববাদ। দস্তভয়েস্কির উপন্যাস (The Brother Karmazov) ধর্মীয় অস্তিত্ববাদ বোঝার শ্রেষ্ঠ জায়গা। বাংলায় শীর্ষেন্দুর লেখার মধ্যে এটা সবচেয়ে বেশী আছে। শীর্ষেন্দুবাবুকে এই ব্যাপারটা একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম। উত্তর পেয়েছি চমকপ্রদ। উনি কিশোর বয়সে, জীবনে বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য হারিয়ে ফেলেন। তারপর যুক্তিবাদ নয়, অনুকূলঠাকুরের সান্নিধ্যে এসে, আধ্যাত্মিক পিপাসু হন এবং উনার মতে, ঠাকুরের সান্নিধ্যে জীবনের রঞ্জারস খুঁজে পান। শীর্ষেন্দু খুবই সাত্ত্বিক লোক। নিরামিষ খান!

আরো উদাহরণ দেখতে গেলে, আমাদের ইফোরামের ধর্মপ্রাণ মুসলীম জিয়াউদ্দিন, বা সেতারা হাশেম বা মুস্তীফ প্রধানের লেখা পড়ুন। এর মধ্যে মুস্তীফ প্রধান, এই ধর্মীয় অস্তিত্ববাদকে স্বীকার করেন। তাই তার মৌলবাদ সহজে চেনা যায়। আলোচনা করাও সহজ হয়। এই জন্য আমি উনাকে ধন্যবাদ জানাই। আরেক মৌলবাদী জিয়াউদ্দিন সেটাও বোঝেন না। উনি ব্যক্তিগত আক্রমণ করেন এবং ভাবেন কোরানের নৈতিকতার উপর ওঠা প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া হয়ে গেল। এতএব তাঁর অস্তিত্ব টিকে গেল আর কি! সেতারা হাশেম দ্বন্দ্বিক বস্তুবাদের ভাঙা ঢাকে, ইসলামের বোল তুলতে যান। ভাবেন কেও মার্ক্সবাদ বোঝে না। এতএব মার্ক্সবাদের মধ্যে দিয়ে ইসলামকে চালান করলেই হল আর কি! যেন কেও তার ধাপ্লাবজি ধরতে পারবে না!

আসলে এরা যেটা বোঝেন না, সেটা হল উনারা জীবনে একটা খুঁটির সন্ধান করছেন এবং ইসলামে জন্মগ্রহণ করায় কোরানটাকেই খুঁটি ভাবছেন। সেটা যখন নড়বর করে, তখন সেটাকে শক্ত করতে হয়, পেরেক মেরে হাতুড়ি দিয়ে। মানে সংস্কার করে। সেটা না করলে, খুঁটিটা অচিরেই ভেঙে যাবে। তলোয়ার দিয়ে খুঁটি টেকানোর দিন শেষ।

যাইহোক একটা ব্যাপার আমি ইদানিং অনুভব করছি। পৃথিবীর সবার পক্ষে এত বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করা সম্ভব নয়। তারাতো প্রচলিত ধর্মকেই খুঁটি মানবে। সেই জন্য রিচার্ড ডকিনসের স্বার্থপর জীনের উপর ভিত্তি করে এবং বিবর্তনবাদী মনোবিজ্ঞান নিয়ে আমাদের মতন বিজ্ঞানবাদীদের, 'বৈজ্ঞানিক ধর্মের' রাজনৈতিক ঘোষণা করা উচিত। যার ভিত্তিই হবে বিজ্ঞানের নৈর্বাণ্টিক দর্শন, কিন্তু সাধারণ মানুষের জন্য একটা গতিশীল সহজ সরল আধ্যাত্মিক প্রশ্নগুলির উত্তর দেবে। যা, বিজ্ঞানের আবিষ্কারের সাথে সাথে হবে পরিবর্তনশীল। এমটা যে কেও চেষ্টা করেনি তা নয়, তবে তার পালে রাজনৈতিক হাওয়া লাগে নি। মানবিকতাবাদ, উদারতা, এসব ঠিকই আছে, তবে অগভীর শব্দ। পলকা দর্শন। বিজ্ঞানই একমাত্র গভীরতম দর্শন, যা ধর্মকে প্রতিস্থাপন করতে পারে। আবার যুক্তিবাদই বিজ্ঞান নয়, যুক্তির পরীক্ষালব্ধ প্রমাণই বিজ্ঞান।

যুক্তিবাদ জীবনের শেষ এবং মুখ্য উদ্দেশ্য হতে পারে না। ওটা আমাদের মতন কিছুলোক যারা একটু বেশী বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করি, তাদের নাচানাচির জন্য।

আমাদের সংখ্যাটা ২% হবে কি না সন্দেহ। আসলে সবাই আমরা একটা খুঁটির সন্ধান করছি-জীবনের উদ্দেশ্য কি, আমাদের স্বত্ত্বা কি, ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর আমাদের বিজ্ঞান দিয়ে দিতে হবে এবং সাধারণ মানুষের গ্রহনযোগ্য একটা বিজ্ঞানবাদী ধর্ম তৈরী করতে হবে। যাতে তারা খুঁটির সন্ধান পাবে। এটাই হওয়া উচিত যুক্তিবাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। নইলে, ধর্মের উপর শেষ চারশো বছর ধরে যুক্তিবাদী আক্রমণ হওয়ার পরেও মিথ্যার বুলিতে ভরা ধর্মটিকে রয়েছে কি ভাবে? আর চিনারা এদেশে আসার পরেই দেখি টুকটাক বৌদ্ধ বা খৃস্টান হয়ে যায়। সুতরাং কম্যুনিউস্ট দেশের নাস্তিকরা রাজনৈতিক নাস্তিক। কম্যুনিজম উঠে গেলেই আবার আস্তিক হয়ে যাবে। তবে হাঁ, ওদের মধ্যে ধর্মীয় প্রবলতা অনেক কম। সেটা সমাজতন্ত্রের গুণই বলতে হবে। পৃথিবীতে সবাই খেতে পেলে, আর শিক্ষিত হয়ে গেলেই ধর্ম উঠে যাবে, তা মোটেও না। কি বাংলাদেশ, কি ভারত, সর্বত্র একই দৃশ্য। শিক্ষিত আর ধনীলোকেরাই ধার্মিক বেশী। দিন আনা দিন খাওয়া লোকের আর কিসের ধর্ম, কিসের যুক্তিবাদ। কি করে কাল দুটো ভাত জোটে সেটাই একমাত্র ধর্ম।

তাই ধর্ম ভাঙনের পালা ছেঁবে, এবার বিজ্ঞানবাদের পালে হাওয়া লাগান বন্ধুগন। আসুন আমরা সবাই মিলে একটা শক্তিশালী খুঁটি বানাই, যাতে মানুষ একটা বিকল্প ধর্মের সন্ধান পায়। মানুষের মনকে আঘাত না দিয়ে, আরো উন্নততর আনন্দধামের দরজাটা খুলে দিই, দুহাত দিয়ে! নইলে কিসের বিজ্ঞান, কিসের যুক্তিবাদ!

ক্যালিফোর্নিয়া
১০/২১/২০০৫